# গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

৩১ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩


## যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বার্ডে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

*মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বার্ড প্রাঙ্গনে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মূরালে বার্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীগণের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা*

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপিত হয়েছে। ভোরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবসের কর্মসূচির সূচনা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বার্ড প্রাঙ্গনে স্থাপিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যূরালে বার্ডের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রশিক্ষণার্থীগণের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা। এছাড়াও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আনন্দ র‍্যালী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রশিক্ষণার্থী ও শিশু-

২য় পৃষ্ঠায় দেখুন।

## বার্ড-এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল-এর ৬০ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল-এর ৬০ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। বার্ড মডেল স্কুল - এর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখার ক্যাম্পাসে পৃথক পৃথক ভাবে একই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বার্ড মডেল স্কুল প্রাঙ্গণে সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শহিদ শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন শুরু হয়। এরপর জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শহিদ শেখ রাসেলের জীবনের উপর এক প্রাণবন্ত আলোচনা সভা এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় এক মনোমুগ্ধকর

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন।

*স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল-এর ৬০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছেন বার্ড মডেল স্কুল - এর মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ*

# বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খানের ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

*বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খান-এর ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে বার্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ হারুন অর-রশিদ-মোল্লা ড. আখতার হামিদ খান-এর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন করেন*

গত ০৯ অক্টোবর ২০২৩ প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী ও বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান নির্বাহী ড. আখতার হামিদ খান-এর ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী। তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে বার্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ হারুন অর-রশিদ-মোল্লা ড. আখতার হামিদ খান-এর ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পন করেন এবং বার্ড জামে মসজিদে কোরআন খতম, বিশেষ দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করা হয়। ড. আখতার হামিদ খান পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সফল নেতৃত্ব দানের জন্য সমগ্র বিশ্বে অত্যন্ত সমাদৃত। বিশেষ করে পল্লী উন্নয়নের কার্যকর মডেল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। ষাটের দশকে ড. খানের নেতৃত্বে উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নে কুমিল্লা মডেল-এর জন্য বার্ড বিশ্বখ্যাতি অর্জন করে। ড. আখতার হামিদ খান ভারতের আগ্রায় ১৯১৪ সালের ১৫ জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৪ সালে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ ডিগ্রি লাভ করে তিনি তৎকালীন বৃটিশ ভারতের অধীনে অত্যন্ত সম্মানজনক ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আই সি.এস) কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি আইসিএস শিক্ষানবীস কর্মকর্তা হিসেবে ১৯৩৬-৩৮ সালে ইংল্যান্ডের ম্যাগডিলিন কলেজ, কেমব্রীজ-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায়

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

## গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণার বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন

গত ১২ অক্টোবর ২০২৩ বার্ডের রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণার বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুন- অর- রশিদ মোল্লা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রকল্প) জনাব রঞ্জন কুমার গুহ, পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব) জনাব নাছিমা আক্তার ও পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আইরিন পারভীন। সম্মেলনে প্রায়োগিক গবেষণাভুক্ত ২৪ টি মহিলা সংগঠনের ১৭০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন এবং সংগঠনগুলোর গত এক বছরের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও আগামী এক বছরের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এতে প্রায়োগিক গবেষণাভুক্ত ১৮টি মহিলা সংগঠন তাদের উৎপাদিত পণ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রদর্শনী করেন। সম্মেলনটির সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (গবেষণা) ডঃ মোঃ মিজানুর রহমান। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রায়োগিক গবেষক জনাব সাইফুন নাহার এবং সহকারী প্রায়োগিক গবেষক জনাব রহমতুল্লাহ রুমি। সম্মেলনের শেষ পর্বে ২৪টি মহিলা সংগঠনের সদস্যদের মধ্য হতে ৩৮ জনকে ছয়টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

## মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উদযাপন

১ম পৃষ্ঠার পর

কিশোরদের খেলাধুলা, প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন, প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, সেমিনার, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

*গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণার বার্ষিক মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুন- অর- রশিদ মোল্লা।*

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষে "জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং বিজয় দিবসের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা বার্ডের ময়নামতি অডিটোরিয়াম সন্ধ্যা ০৬:০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় জনাব রঞ্জন কুমার গুহ, পরিচালক (প্রকল্প) নিবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা আলোচনা সভাটিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বার্ডের মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশের বিজয় অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখার আহবান জানান। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. আবদুল করিম। আলোচনা সভায় বার্ডের অনুষদবর্গসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন জনাব শাহরিয়ার আহমেদ, সহকারী পরিচালক, বার্ড।

## শহিদ শেখ রাসেল এর ৬০তম জন্ম বার্ষিকী উদযাপন

১ম পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই সকল পরিবেশনার মধ্য দিয়ে বার্ড মডেল স্কুলের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা শহিদ শেখ রাসেলের জীবনের বহুমুখী দিক সুচারুভাবে উপস্থাপন করে। এছাড়াও শহিদ শেখ রাসেল-এর ৬০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বার্ড মডেল স্কুল - এর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখার ক্যাম্পাসে পৃথকভাবে কেক কাটা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি, বার্ডের সম্মানিত অনুষদবর্গ এবং বার্ড-এর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

## ড. আখতার হামিদ খানের ২৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন

২য় পৃষ্ঠার পর

ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অমানবিক মনোভাবের কারণে ১৯৪৪ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস চাকুরী থেকে পদত্যাগ করেন এবং ভারতের আলীগড়ে একটি গ্রামে শ্রমিক ও তালা মেরামতকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন এবং দু'বছর পর তিনি সে কাজটি ছেড়ে দেন। এরপর ১৯৪৭ সাল থেকে দিল্লীর 'জামিয়া মিলিয়া' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি শিক্ষক হিসেবে তিন বছর কাজ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের 'ভি-এইড' কর্মসূচির পরিচালক হিসেবে ডেপুটেশনে তাঁকে নিয়োজন করা হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি মিশিগান ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য গমন করেন। সেখান থেকে ফিরে পাকিস্তান পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বর্তমানে বার্ড) এর প্রথম প্রধান নির্বাহী হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে একাডেমির পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি হিসেবেও তিনি কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৯ সালের এই দিনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের আয় বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন: একটি সম্ভাবনা

**সাইফুন নাহার**
উপ-পরিচালক, বার্ড

উদ্যোক্তা হচ্ছে একটি সমষ্টিগত ধারণা যা দ্বারা জ্ঞান, দক্ষতা এবং ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে একটি লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করা হয়। উদ্যোক্তা বড় বড় ঝুঁকি মোকাবেলা করে, সেই সাথে বিরাট সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ, নতুন ও পুরাতন ধারণা থেকে পরিকল্পনা তৈরী করে থাকে, যা আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটায়। যেকোন দেশের বা অঞ্চলের স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জন, প্রান্তিক ক্ষমতায়ন, ব্যক্তি এবং সমাজ উন্নয়নে উদ্যোক্তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

সফল উদ্যোক্তাতে উন্নীত করার জন্য স্থান, সাংগঠনিক কাঠামো, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আর্থিক এবং পেশাদারী অবকাঠামো প্রয়োজন। একটি উদ্যোক্তা বান্ধব পরিবেশে কিছু সমমনা ব্যবসায়ী থাকতে পারে, যারা অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করবে। একজন উদ্যোক্তা পরিবর্তনের এজেন্ট। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি নতুন ধারণা তৈরী বা আবিষ্কার করেন অথবা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় একটি নতুন সংগঠন তৈরী করেন। একজন সফল উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত গুণাবলী হচ্ছে কৌতুহল এবং সৃজনশীলতা, আত্মবিশ্বাস, নেতৃত্ব, ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা/সাহস, কার্যকরী যোগাযোগে দক্ষতা, সহযোগিতা এবং সহযোগিতার উৎসাহ, সম্ভাব্যতা চিহ্নিতকরণ, উদ্ভাবনী মানসিকতা, প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সংকল্পবদ্ধতা।

উদ্যোক্তাকে (মহিলা এবং পুরুষ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের উপর জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশনের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, বিশ্বব্যাপী ক্ষুদ্র ও

১৫তম পৃষ্ঠায় দেখুন

*পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম এর সিনিয়র সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়ায় জনাব মো: হারুন-অর-রশিদ মোল্লা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বার্ড'র পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান।*

*গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণাভুক্ত ১৮টি মহিলা সংগঠন দ্বারা উৎপাদিত পণ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিষয়ক প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করছেন বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ হারুন-অর- রশিদ মোল্লা।*

# একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। প্রতিবছর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। এ সকল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি, অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। চলতি অর্থ বছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে বার্ডে বিভিন্ন ধরনের সর্বমোট ৩৯ টি প্রশিক্ষণ কোর্স, কর্মশালা, সেমিনার পরিচালনা করেছে। এসব কোর্সে ৯১৫ জন পুরুষ ও ৫২৮ মহিলাসহ মোট ১৪৪৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। নিম্নে বার্ডের অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

| ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোক্তা সংস্থা/এজেন্সীল নাম | মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ | | | | | | |
| | 2nd Flagship Training Programme on Regional Integrated Rural Development, Governance, Trade and Sustainable Development in Asia and the Pacific বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৩-২৭ নভেম্বর ২০২৩ | BARD & CIRDAP | ১৩ | ১১ | ২৪ |
| জাতীয় পর্যায়েঃ | | | | | | |
| ১ | বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | | | | | |
| ২ | বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | | | | | |
| ২.১ | ১৬৫তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ০১ অক্টোবর - ২৯ নভেম্বর ২০২৩ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ২৭ | ২৩ | ৫০ |
| ২.২ | ১৬৬তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৮ অক্টোবর - ০৬ ডিসেম্বর ২০২৩ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ৩৩ | ১৭ | ৫০ |
| ২.৩ | ১৬৭তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৫ অক্টোবর - ১৩ ডিসেম্বর ২০২৩ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ২৮ | ২২ | ৫০ |
| ২.৪ | ১৬৮তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ২২ অক্টোবর - ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো | ১০ | ৯ | ১৯ |
| ২.৫ | ১৬৯তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩ - ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ৩০ | ২০ | ৫০ |
| ২.৬ | ১৭০তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ - ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ২৮ | ২২ | ৫০ |
| ২.৭ | ১৭১তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ - ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ২৭ | ২৩ | ৫০ |
| ২.৮ | ১৭২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ - ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ | স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | ২৭ | ২৩ | ৫০ |
| ৩ | সংযুক্তি কর্মসূচিঃ | | | | | |
| ৩.১ | 'পল্লী উন্নয়ন' বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি | ০১-০৫ অক্টোবর ২০২৩ | কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | ৩২ | ২৬ | ৫৮ |
| ৪ | ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কোর্স | | | | | |
| ৪.১ | 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৫ম ব্যাচ | ০১ অক্টোবর ২০২৩ | বার্ড | ২৩ | ৭ | ৩০ |
| ৪.২ | 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৬ষ্ঠ ব্যাচ | ০৮ অক্টোবর ২০২৩ | বার্ড | ২৭ | ১ | ২৮ |
| ৪.৩ | 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৭ম ব্যাচ | ১৭ অক্টোবর ২০২৩ | বার্ড | ২৪ | ৫ | ২৯ |
| ৪.৪ | 'সিটিজেন চার্টার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ৩১ অক্টোবর ২০২৩ | বার্ড | ১৯ | ১০ | ২৯ |
| ৪.৫ | 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার' ১ম ব্যাচ | ০৭ নভেম্বর ২০২৩ | বার্ড | ২১ | ৯ | ৩০ |
| ৪.৬ | 'তথ্য অধিকার আইন' ১ম ব্যাচ | ২১ নভেম্বর ২০২৩ | বার্ড | ২৩ | ৭ | ৩০ |

| ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোক্তা সংস্থা/এজেন্সীল নাম | মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪.৭ | 'তথ্য অধিকার আইন' ২য় ব্যাচ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ | বার্ড | ১৬ | ১৩ | ২৯ |
| ৪.৮ | 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৮ম ব্যাচ | ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ | বার্ড | ২৩ | ৮ | ৩১ |
| ৪.৯ | 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৯ম ব্যাচ | ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ | বার্ড | ২৪ | ৫ | ২৯ |
| ৪.১০ | 'শুদ্ধাচার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-১০ম ব্যাচ | ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ | বার্ড | ২৯ | ২ | ৩১ |
| ৫ | **বার্ডের স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স** | | | | | |
| ৫.১ | Development Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২০তম ব্যাচ | ১৯-২৩ নভেম্বর ২০২৩ | বার্ড | ১৮ | ০ | ১৮ |
| ৬ | **অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স** | | | | | |
| ৬.১ | লীড খামারীদের 'পিজি ও এফএফএস পরিচালনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২০তম ব্যাচ | ০৭-০৯ অক্টোবর ২০২৩ | এলডিডিপি প্রকল্প | ৩০ | ০ | ৩০ |
| ৬.২ | লীড খামারীদের 'পিজি ও এফএফএস পরিচালনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২১তম ব্যাচ | ১০-১২ অক্টোবর ২০২৩ | এলডিডিপি প্রকল্প | ৩০ | ০ | ৩০ |
| ৬.৩ | লীড খামারীদের 'পিজি ও এফএফএস পরিচালনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২২তম ব্যাচ | ১৪-১৬ অক্টোবর ২০২৩ | এলডিডিপি প্রকল্প | ২৮ | ২ | ৩০ |
| ৬.৪ | লীড খামারীদের 'পিজি ও এফএফএস পরিচালনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২৩তম ব্যাচ | ১৭-১৯ অক্টোবর ২০২৩ | এলডিডিপি প্রকল্প | ২৫ | ২ | ২৭ |
| ৬.৫ | লীড খামারীদের 'পিজি ও এফএফএস পরিচালনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২৪তম ব্যাচ | ২১-২৩ অক্টোবর ২০২৩ | এলডিডিপি প্রকল্প | ২৬ | ৪ | ৩০ |
| ৬.৬ | লীড খামারীদের 'পিজি ও এফএফএস পরিচালনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-২৫তম ব্যাচ | ২৫-২৭ অক্টোবর ২০২৩ | এলডিডিপি প্রকল্প | ২২ | ৮ | ৩০ |
| ৭ | **বার্ড-এর প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কোর্স** | | | | | |
| ৭.১ | ফ্রিল্যান্সিং ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ১৮ নভেম্বর - ০৩ ডিসেম্বর ২০২৩ | ইপরিষদ প্রকল্প, বার্ড | ১৭ | ৭ | ২৪ |
| ৭.২ | Basic Computer Application & ICT | ২৪-২৮ ডিসেম্বর ২০২৩ | রুরাল লাইভলিহুড প্রকল্প, বার্ড | ১৯ | ২১ | ৪০ |
| ৭.৩ | নারীদের গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ২৭-৩০ নভেম্বর ২০২৩ | RWSEEDE প্রকল্প, বার্ড | ০ | ৩২ | ৩২ |
| ৭.৪ | নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্লক, বাটিক ও স্ক্রীনপ্রিন্ট এবং সূচি শিল্পে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স | ০৩-০৭ ডিসেম্বর ২০২৩ | RWSEEDE প্রকল্প, বার্ড | ০ | ৩৬ | ৩৬ |
| ৮ | **অবহিতকরণ কর্মসূচিঃ** | | | | | |
| ৮.১ | ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড এন্ড মাদার হেলথ (আইসিএমএইচ)-এর ৪৭তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (বিসিএস স্বাস্থ্য)-এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি | ০২ অক্টোবর ২০২৩ | আইসিএমএইচ, ঢাকা | ১৪ | ২৪ | ৩৮ |
| ৮.২ | ডিপার্টমেন্ট অব ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি | ০৪ অক্টোবর ২০২৩ | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০ | ৩০ | ৫০ |
| ৮.৩ | Chittagong Grammar School (CGS)-Dhaka-এর ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি | ১০ অক্টোবর ২০২৩ | CGS-Dhaka | ৪১ | ১৭ | ৫৮ |

| ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম | প্রশিক্ষণের মেয়াদ | উদ্যোক্তা সংস্থা/এজেন্সীল নাম | মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | পুরুষ | মহিলা | মোট |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮.৪ | বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ফিল্ড ভিজিটের অংশ হিসেবে জন্য বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি | ১২ অক্টোবর ২০২৩ | বাংলাদেশ পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট | ৩৩ | ০ | ৩৩ |
| ৮.৫ | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির ১৩০তম আইন ও প্রশাসন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সংযুক্তির অংশ হিসেবে বার্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি | ২৪-২৬ নভেম্বর ২০২৩ | বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি | ১৩ | ১৬ | ২৯ |
| ৯ | **কর্মশালা** | | | | | |
| ৯.১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অবহিতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা২০২৩-২৪ | ১৬ অক্টোবর ২০২৩ | বার্ড | ৩৪ | ১০ | ৪৪ |
| ৯.২ | সিএইচসিপিদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী পর্যালোচনা কর্মশালা | ২১ নভেম্বর ২০২৩ | সিবিএইচসি | ৬১ | ১১ | ৭২ |
| ৯.৩ | বিশ্ব মানবাধিকার, সিডো ও রোকেয়া দিবসের আলোকে বার্ডে টেকসই শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় করণীয় বিষয়ক কর্মশালা | ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ | RWSEEDE প্রকল্প, বার্ড | ০ | ৪৫ | ৪৫ |
| | | | **মোট ৩৯ টি =** | **৯১৫** | **৫২৮** | **১৪৪৩** |

# বার্ডের গবেষণা কার্যক্রম
## জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনা লগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals-কে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়াও, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে।

*স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শহিদ শেখ রাসেল-এর ৬০ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বক্তব্য প্রদান করছেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব আবদুল্লাহব আল মামুন*

*বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর পরিচালক জনাব নাছিমা আক্তার এর পিআরএল এ গমন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ মোল্লা (অতিরিক্ত সচিব)।*

**নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ**

১. Potentialities of Women Entrepreneurship in Agriculture of Bangladesh

২. Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages.

৩. Agroforestry in Achieving Food Security of upland smallholders: A Case on Lalmai Hill Areas of Cumilla District.

৪. Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM).

৫. জীবন ও জীবিকাঃ একটি উন্নয়ন সমীক্ষা

৬. Post Training Utilisation Study on Training Courses of Comprehensive Village Development Programme (CVDP)

৭. The 4th Industrial Revolution (4IR) and the Changing Patterns of Employment: Readiness of Rural Youth in Bangladesh

৮. Occupational Diversification of Rural Women: Trends in Last Three Decades

৯. Crisis Management of the Milching Cow Rearer During COVID-19.

১০. Managing Contract Farming in the Poultry Sector in Rajshahi Division.

১১. Integrated Mechanized Rice Farming (Somoloy) in Bangladesh Problems and Prospects.

১২. সামগ্রিকভাবে বিআরডিবিকে শক্তিশালীকরণ বিষয়ক গবেষণা

**বার্ডের সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ**

১. Rural Transforming and Social Wellbeing of Selected Villages in Bangladesh.

২. Dynamics of Migration at the household level in three villages

৩. Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh

৪. Farmland used by absentee landowner in Sylhet district

৫. Community Driven Development (CDD) Approaches and Opportunities of People's Participation: Problems and Prospects in Chittagong Hill Tracts of Bangladesh

৬. Information and Communication Technology in Agriculture in Bangladesh

৭. Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh.

৮. Climate Change Effects on the Coastal Livelihoods: A Case of South-Western Bangladesh.

৯. Farmer's Knowledge, attitude and practice of mastitis in Cow

১০. আইলবিহীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনাঃ বার্ডের য়োগিক গবেষণার আলোকে একটি সমীক্ষা

**বার্ডের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণাসমূহ নিম্নরূপঃ**

১. From Crisis to Resilience: Analyzing the Impact of Covid-19 on Rural Livelihoods in Bangladesh

২. Adoption of ICTs in Local Government Institutions in Bangladesh

৩. Contemporary Knowledge of Clay Artisans in Bijoypur

৪. Changing Village Communities in Bangladesh: A Case Study on Transformation and Problems in Six Rural Neighbourhoods

৫. Post Training Utilization of the Cow Rearing and Fattening Training Program Sponsored by the Amar Bari Amar Khamar Project

৬. পল্লী উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির বার্ষিক জার্নাল (১৪২৭-২৮ বঙ্গাব্দ) ২৪তম সংখ্যা

৭. পল্লী উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির বার্ষিক জার্নাল (১৪২৮-২৯ বঙ্গাব্দ) ২৫তম সংখ্যা

৮. Research Highlights of BARD-2023

*২০২৩-২০২৬ সাল মেয়াদে বার্ড একাডেমি কর্মচারী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নব নির্বাচিত সদস্য বৃন্দ।*

*২০২৩-২০২৫ সাল মেয়াদে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড ) এর কর্মচারী ইউনিয়নের নব নির্বাচিত সদস্য বৃন্দ।*

# বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিবরণ
## অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩-২৪

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) পল্লী উন্নয়নের উদ্ভাবনী এবং টেকসই মডেল তৈরির লক্ষ্যে তার কাজের ম্যান্ডেট অনুযায়ী প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। এটি বার্ডের তিনটি প্রধান কাজের মধ্যে অন্যতম একটি। প্রায়োগিক গবেষণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বৃহত্তর স্কেলে উন্নয়ন ধারণাগুলিকে প্রয়োগ করার পূর্বে ধারণাগুলির ব্যবহারিক উপযোগীতা সম্পর্কে আরও অর্ন্তদৃষ্টি পেতে ছোট পরিসরে ধারণাগুলি পরীক্ষা করে দেখা। বার্ড এর প্রায়োগিক গবেষণা গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যমান সমস্যাগুলির সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পেতে কার্যকর পন্থা প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য, পল্লী উন্নয়নের বিখ্যাত কুমিল্লা মডেলটি বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফল। বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণার সফল ফলাফলের স্বরূপ ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বার্ডের কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২টি এডিপিভূক্ত ও ১৪ টি রাজস্বখাতভুক্ত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

| ক্র: নং | প্রকল্প শিরোনাম | বাস্তবায়নকাল | প্রকল্প পরিচালক/প্রায়োগিক গবেষক |
|---|---|---|---|
| ১। এডিপিভুক্ত প্রকল্প | | | |
| ১. | "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" প্রকল্প | জানুয়ারি ২০১৮ - জুন ২০২৪ | ডঃ আবদুল করিম,<br>জনাব মোঃ আবু তালেব |
| ২. | সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), বার্ড অংশ | জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৪ | জনাব সালাহ উদ্দিন ইবনে সাঈদ |
| **বার্ডের রাজস্বখাতভুক্ত প্রায়োগিক গবেষণাসমূহ** | | | |
| ২. প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ | | | |
| ২.১ | "বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, ছাগল ও পোল্ট্রি খামার" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০১৫- জুন ২০২৪ | জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন |
| ২.২ | "মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ" প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০১৫- জুন ২০২৪ | ডঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূইয়া |
| ২.৩ | "বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা | নভেম্বর ২০১৮- জুন ২০২৪ | জনাব মোঃ ফারুক হোসেন |
| ২.৪ | "বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন, গবেষণা এবং ব্যবসায়িক মডেল বিকাশ" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০২০- জুন ২০২৪ | ডঃ শিশির কুমার মুন্সি,<br>জনাব রহমতুল্লাহ |
| ৩. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন | | | |
| ৩.১ | "গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২৪ | জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন<br>জনাব মোঃ ওবায়দুল্লাহ সর্দার |
| ৩.২ | "কুমিল্লার হাতে বোনা খাদি শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৫ | ডঃ শেখ মাসুদুর রহমান<br>জনাব কাজী সোনিয়া রহমান<br>জনাব মোঃ আশরাফুর রহমান ভূঁইয়া<br>জনাব আশিকুর রহমান |
| ৩.৩ | "জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণে বাস্তবায়নযোগ্য মডেল তৈরী" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪ | জনাব আইরীন পারভিন<br>জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন |
| ৩.৪ | "পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০০৯- জুন ২০২৪ | জনাব ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা<br>জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম |
| ৩.৫ | "কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০২০- জুন ২০২৪ | জনাব আবদুল্লাহ আল হুসাইন<br>জনাব কামরুল হাসান |
| ৩.৬ | "গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই - জুন ২০২৫ | জনাব কাজী সোনিয়া রহমান<br>জনাব ফরিদা ইয়াসমিন<br>জনাব মোঃ শাহজালাল |
| ৩.৭ | "গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ১৯৯৩ - জুন ২০২৫ | জনাব সাইফুন নাহার,<br>জনাব রহমতুল্লাহ |
| **৪. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদ্ধতি প্রবর্তন** | | | |
| ৪.১ | "কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা" শীষক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ | ডঃ শিশির কুমার মুন্সি<br>জনাব কামরুল হাসান |
| ৪.২ | "কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্য চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০১৯- জুন ২০২৪ | জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪.৩ | "গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকান্ডে মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২৪ | ড. মো: আনোয়ার হোসেন ভূইয়া<br>জনাব অসীম কুমার সরকার |
| ৪.৪ | "অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা | জানুয়ারি ২০২০- জুন ২০২৪ | জনাব রিয়াজ মাহমুদ<br>জনাব মো: রয়েল খান |
| ৪.৫ | " গ্রামীণ পর্যটন বিকাশের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা | জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪ | জনাব জোনায়েদ রহিম |

**প্রকল্পের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির বিবরনীঃ**

**১। এডিপিভুক্ত প্রকল্পঃ**

**১.১ শিরোনাম: "বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন" প্রকল্প**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্য :** বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; যাতে করে এটি আরও দক্ষতার সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

**প্রকল্প এলাকাঃ** বার্ড ক্যাম্পাস

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত লন টেনিস কোর্ট নির্মাণ, বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য ওয়াশরুম নির্মাণ, হোস্টেলের জন্য অপেক্ষাগারসহ অভ্যর্থনা অফিস নির্মাণ, বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক রান্নাঘর নির্মাণ ও বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত পুকুর খনন এবং পাড় বাধাইকরণ ইত্যাদি কম্পোনেন্টের ইতোমধ্যে প্রায় ৯৮% কার্য সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির বাজেট ৬০০ লক্ষ টাকা এবং চলমান কোয়ার্টারে ৫৭.৬২ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড়ের সরকারি মঞ্জুরিপত্র জারি করা হয়েছে।

**১.২ শিরোনাম: সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়), বার্ড অংশ**

**প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও ে শ্রণির জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা।

**প্রকল্প এলাকাঃ** ১৮ টি জেলার ৩৫ টি উপজেলার ২১৬০ টি গ্রাম।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** সিভিডিপি'র মূলমন্ত্র হলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সংগঠনের (কাঙ্খিত শেয়ার বিক্রয়, সঞ্চয় আদায়) নিজস্ব পুঁজি গঠন-এর সদস্যদের প্রশিক্ষিতকরণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও সংযোগ প্রদান। প্রকল্পটির সুবিধাভোগীর মোট সংখ্যা ২,০৫,৫৯৩ জন এবং সমিতির সংখ্যা ২,০৭৯ টি। চলতি অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিকে ১,৬২০ জনকে আইজিএ প্রশিক্ষণ, ৬,৪৮০ জনকে মাসিক যৌথসভা সংগঠনের মাধ্যমে ই-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমিতি গঠন কম্পোনেন্টের আওতায় ৬টি সমিতি গঠন করা হয়েছে, ২০৫ জন সদস্য সমিতিতে অর্ন্তভূক্তি হয়েছে, সমবায়ীদের ৩.৩৩ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ১২.২৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ ও ঋণের মাধ্যমে ১৯২ জনের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির বাজেট ২২.২৭ কোটি টাকা এবং প্রতিবেদনলীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯.২৭ কোটি টাকা।

**২. প্রদর্শনী এবং সম্প্রসারণ**

**২.১ শিরোনাম: বার্ড প্রদর্শনী ডেইরি, পোল্ট্রি ও ছাগলের খামার শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** আধুনিক পদ্ধতিতে গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন ও প্রদর্শন প্রাণিসম্পদ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনা, এবং মানসম্মত ও টেকসই প্রাণিজ পন্য উৎপাদন ও খামারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** বার্ড ক্যাম্পাস।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর,২০২৩):** খামারের ডেইরি ইউনিটে অনুৎপাদনশীল গাভী এবং গোট ইউনিটের সাইজ ক্ষুদ্র করার উদ্দেশ্যে ছাগল সনাক্ত করে উন্মুক্ত নিলাম পদ্ধতিতে বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। সেখানে শীতকালীন পরিচর্যা নিশ্চিত করা হয়েছে। সময়ানুযায়ী ভ্যাকসিনেশন ও কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ১৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় প্রায় ৮.৭৫ লক্ষ টাকা।

**২.২ শিরোনাম:** "মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।

**উদ্দেশ্যঃ** টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরক্ষণ, পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা এবং মাদার কালচার থেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** বার্ড ক্যাম্পাস

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** মাশরুম স্পন উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (কাঠের গুড়া, ভূশি, তুষ, চুন,ইউথেন পিপি, নেক ও রাবার) ক্রয় করা হয়েছে। মাশরুম সেন্টারে মাশরুম রাখার জন্যে ৪ টি কাঠের সেলফ তৈরী করা হয়েছে। চলমান কোয়ার্টারে প্রায় ২০০০ টি স্পন উৎপাদন ও ৭৩ কেজি মাশরুম উৎপাদিত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৩.৫০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় প্রায় ১.২৪ লক্ষ টাকা।

**২.৩ শিরোনাম: 'বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার' শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্য:** আধুনিক মৎস্যচাষ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও গুণগত মানের পোনা উৎপাদনের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্পন্ন একটি প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা এই প্রায়োগিক গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** বার্ড ক্যাম্পাসের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রদর্শনী মৎস্য খামার এলাকা।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** প্রদর্শনী পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের রেনু পোনা ছাড়া হয় এবং পরিকল্পনামাফিক সুষ্ঠু পরিচর্যা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বায়োফ্লক ইউনিটে তেলাপিয়া মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয় এবং একুয়াপনিক্স ইউনিটে শীতকালীন চেরী টমেটো আবাদ করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১.০৮ লক্ষ টাকা।

**২.৪ শিরোনাম : বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন, গবেষণা এবং ব্যবসায়িক মডেল বিকাশ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন, গবেষণা এবং এর ফলাফল প্রচলিত অন্যান্য কম্পোস্টের সাথে তুলনা করে ট্রাইকো-কম্পোস্টের মান মূল্যায়ন করা। গ্রামে ট্রাইকো-

কম্পোস্ট প্লট স্থাপন করার মাধ্যমে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও সম্প্রসারণকরণ।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** বার্ড ক্যাম্পাস এবং ২টি গ্রাম সমিতি।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** প্রদর্শনী প্লটের কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে গোবর, সাসপেনশন ও অন্যান্য উপকরন ক্রয় করা হয়। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৭.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১.৫১ লক্ষ টাকা।

**৩. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়ন**

**৩.১ শিরোনাম : "গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন" বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** গ্রামের মানুষকে সংগঠিত করে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে আয়র্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ০৪ নং খোসবাস ইউনিয়নে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** প্রায়োগিক গবেষণাটির প্রশিক্ষণ কম্পোনেন্টের আওতায় "বেসিক কম্পিউটার এপ্লিকেশন এন্ড আইসিটি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ১২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫.৪৫ লক্ষ টাকা।

**৩.২ শিরোনাম : "কুমিল্লার হাতে বোনা খাদি শিল্পের বাজার সম্প্রসারণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** চরকা দিয়ে সুতা কাটা নারী শ্রমিক এবং হস্ত নির্ভর খাদি শিল্পীদের সুসংগঠিত করে গুণগত সুতা ও কাপড় উৎপাদন করা। চারু-কারু শিল্পের সহায়তায় উৎপাদিত খাদি কাপড়ের মূল্য সংযোজন করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা। সুফলভোগীদের মধ্য থেকে নব্য খাদি শিল্পী বা উদ্যোক্তা তৈরী করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** সুতা থেকে ৭২৫ গজ খাদিকাপড় বোনা হয়েছে। ১০৫০ গজ খাদিকাপড় দিয়ে চূড়ান্ত খাদিপণ্য তৈরি সম্পন্ন হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫.০৯ লক্ষ টাকা।

**৩.৩ শিরোনাম : জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) স্থানীয়করণে বাস্তবায়নযোগ্য মডেল তৈরী বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরী, গ্রাম বা ওয়ার্ড বা ইউনিয়নের জন্য সকল জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এলাকার এসডিজি অগ্রাধিকার সূচকসমূহ নির্ণয় এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণের ধরণ (ব্যক্তি শ্রম, অর্থ, অন্যান্য সম্পদ) চিহ্নিতকরণ।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার অর্ন্তগত কাশিনগর ইউনিয়ন পরিষদ।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** জনপ্রতিনিধিদের জন্য অয়োজিত 'এসডিজি স্থাণীয়করণ প্রশিক্ষণ' কোর্সের এর প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পিআরএ জরিপের জন্যে চেকলিস্ট তৈরী করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির বাজেট ৫.০০ লক্ষ টাকা।

**৩.৪ শিরোনাম : পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** ইউনিয়ন পরিষদের নাগরিক সেবা প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়ন, পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ, জনসম্পৃক্তকরণ ও ইউনিয়ন পরিষদের কাজে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইউনিয়নের যুবক-যুবতীদের সম্পৃক্তকরণ।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার বিজয়পুর ও বারপাড়া ইউনিয়ন।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** প্রকল্পভুক্ত এলাকার ২৪ জন তরুন-তরুনীকে "ফ্রি-ল্যান্সিং ও উদ্যোক্তা উনয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইউনিয়নের পাচঁশালা পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য পিআরএ কর্মসূচী পরিচালনা করা হয়। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৯.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় প্রায় ৫.৯০ লক্ষ টাকা।

**৩.৫ শিরোনাম: কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা (দ্বিতীয় পর্যায়)।**

**উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সাবলম্বী হতে সহায়তা করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকাঃ** কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর ও সদর দক্ষিণ উপজেলা।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩:** ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে উপযুক্ত ছাত্র নির্বাচনে মাদ্রাসাগুলোর সাথে যোগাযোগ চলমান আছে। 'ফ্রিজ ও এসি সার্ভিসিং' ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানে পরামর্শ প্রদানে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির বাজেট ১৭.০০ লক্ষ টাকা।

**৩.৬ শিরোনাম: গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তিতে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সামাজিক ও মনস্তাত্তিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার ১২টি গ্রামে প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সম্ভাব্য ৪০০ পরিবার।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) :** ৩৩ তম আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবসে চান্দলা সংগঠনের সুফলভোগীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, উজিরপুর ও ধনুয়াইশ সংগঠনের সুফলভোগীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ও ফলোআপ কর্মসূচী এবং দীঘলঘাও সংগঠনের সুফলভোগীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। চান্দলা ও দীঘলগাও সংগঠনের সুফলভোগীদের মাঝে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও ০২ জন ভিন্নভাবে সক্ষম সুফলভোগীর মাঝে ছড়ি ও ০১ জন ভিন্নভাবে সক্ষম সুফলভোগীর মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১.২৫ লক্ষ টাকা।

**৩.৭ শিরোনাম: গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** গ্রামীণ নারীদের বিশেষত সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র্য পীড়িত পরিবারের নারীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং টেকসই শিক্ষার মাধ্যমে আত্ম-সক্রিয়তা অর্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নপূর্বক নারীর দারিদ্র্য নিরসন ও ক্ষমতায়িত করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** নারীদের গ্রামসংগঠন ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণ বিষয়ক এবং নারী উদ্যোক্তাদের ব্লক, বাটিক, স্ক্রিনপ্রিন্ট ও সূচি বিষয়ক ০২ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৬৮জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেয়। প্রায়োগিক গবেষণার সুফলোভোগীদের অংশগ্রহনে হোসেনপুর বার্ষিক সাধারণ সভায় ৩১ জন সদস্যের মাঝে ২০ হাজার টাকা লভ্যাংশ বন্টন করা হয়। সেমিনার/কর্মশালা কম্পোনেন্টের আওতায় শিশু অধিকার, টেকসই শিক্ষা বিষয়ক ০২ টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রতিবেদনকালীন সময়ে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম কম্পোনেন্টের অধীনে সুফলভোগীদের মাঝে ৫০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ ও ৭.৭১ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় হয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির বাজেট ১২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময়ে ২.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

## ৪. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদ্ধতি প্রবর্তন

**৪.১ শিরোনাম: "কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা " শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** ধান উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার জন্য চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রাপ্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নীতি নির্ধারণে পরামর্শ প্রদান করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও আদর্শ সদর উপজেলা।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** গত ৯ ও ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে রায়ঁচো ও নোয়াপাড়া সাইটে আমন ধানের দুটো মাঠ দিবস আয়োজন করা হয় এবং গত ১০ ও ১১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ বিষয়ে দিনব্যাপী ২ টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পটির বাজেট ৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময়ে ব্যয় ২.৩৮ লক্ষ টাকা।

**৪.২ শিরোনাম: কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** স্থানীয় কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করে বর্ষাকালে পতিত জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে প্লাবনভূমির উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এই প্রায়োগিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** প্রকল্পের ভিডিও ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকার মনিটরিং অব্যাহত কার্যক্রম আছে। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৩.০০ লক্ষ টাকা।

**৪.৩ শিরোনাম : গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে লালমাই ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগনের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মাধ্যমে সৃজিত গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনসমূহের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, আদর্শ সদর, বুড়িচং ও লালমাই উপজেলা।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** প্রশিক্ষন কম্পোনেন্টের আওতায় "গ্রাফটিং পদ্ধতিতে ফল গাছের বংশ বিস্তারের কলাকৌশল অবহিতকরণ', 'গ্রাফটিং পদ্ধতিতে টমেটোর চারা তৈরি ও উৎপাদন', 'পিয়ার লার্নিং পদ্ধতিতে গ্রামীণ সংগঠনের মাধ্যমে কেঁচোসার উৎপাদন, ব্যবহার ও বিপণন' বিষয়ে ১১টি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিবেদনকালীন সময়ে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম কম্পোনেন্টের অধীনে সুফলভোগীদের মাঝে ৮.৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ ও ৬.১৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়েছে। হয়। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ৩৩.০৭ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮.১১ লক্ষ টাকা।

**৪.৪ শিরোনাম: অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প।**

**উদ্দেশ্যঃ** চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়নে অভিযোজন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ এবং বিভিন্ন অকৃষি কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** পুরাতন চরচাষী গ্রাম, গজারিয়া উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ; নতুন হাসনাবাদ গ্রাম, দাউদকান্দি উপজেলা, কুমিল্লা ও চর কাঁঠালিয়া গ্রাম, মেঘনা উপজেলা, কুমিল্লা।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** মাঠ কর্মীর সহায়তায় কর্ম-পরিকল্পনার কম্পোনেন্টভিত্তিক কার্যক্রম বিষয়ে ০৩টি চরের সমিতির সুফলভোগীদের সাথে ০৯টি সভা করা হয়েছে। সমিতির সুফলভোগীদের দ্বারা বাড়ির আঙ্গিনায় শীতকালীন শাক-সবজী ও সরিষা চাষাবাদ করা হচ্ছে। চর-কাঠাঁলিয়া ও হাসনাবাদ গ্রামে ০৫ জন আগ্রহী কৃষকের দ্বারা ছয়টি ভাসমান বেড তৈরী করে শাকসবজি চাষাবাদ করা হচ্ছে। সর্জন পদ্ধতিতে মাচায় শাক-সবজি ও ইফকাস পদ্ধতিতে খাচার মধ্যে তেলাপিয়া মাছ চাষ করা হচ্ছে। চলমান অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট ৪০ জন কে ৬.০৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। মোট ঋণ আদায় ২.৭১ লক্ষ টাকা। তিন মাসে মোট সঞ্চয় আদায় হয়েছে ১.২৩ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবছরে প্রায়োগিক গবেষণাটির বাজেট ১০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫.৯০ লক্ষ টাকা।

**৪.৫ শিরোনাম: গ্রামীণ পর্যটন বিকাশের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা।**

**উদ্দেশ্যঃ** পল্লী এলাকায় গ্রামীণ ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ পর্যটনের বিকাশের মাধ্যমে পল্লীর জীবনমান উন্নয়ন করা, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করা, পল্লী এলাকায় গ্রামীণ পর্যটন বিকাশের মাধ্যমে শহরের সুবিধাসমূহ গ্রামে স্থানান্তরের প্রচেষ্টা নেয়া এবং পল্লী পর্যটন বিকাশের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের একটি মডেল উদ্ভাবন করা।

**প্রায়োগিক গবেষণা এলাকা:** বার্ড ক্যাম্পাস, কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও লালমাই উপজেলা।

**অগ্রগতি (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩):** প্রায়োগিক গবেষণাটি নতুন গ্রহন করা হয়েছে। এ বিষয়ে গবেষণা এলাকায় মতবিনিময়ের কাজ চলমান আছে।

# স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে বার্ডের অবদান এবং বর্তমান চ্যালেঞ্জ

**মোঃ রয়েল খান,** সহকারী পরিচালক
**শারমিন শাহরিয়া,** উপ-পরিচালক,
পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন বিভাগ,বার্ড,কুমিল্লা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের দক্ষ মানবসম্পদের অত্যন্ত প্রয়োজন। সে জন্য মানব সম্পদ সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞান এবং বিপণনযোগ্য দক্ষতার পাশাপাশি আমাদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে একটি সুস্থ জাতি গঠনে। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি সূচকের মধ্যে ৩য় সূচকটিহলো 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ'। উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে উত্তরণের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে স্বয়ংসম্পুর্ণ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। দারিদ্র্যহীনতা, ক্ষুধাহীনতা, সুস্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ইত্যাদি সম্পর্কিত এসডিজি এজেন্ডাগুলি আমাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয়, যা মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। উন্নয়নের পথপ্রদর্শক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজ বিজ্ঞানী, অংশগ্রহনমূলক ও কুমিল্লা পদ্ধতির রুপকার,বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের পথিকৃৎ এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খান স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এবং গ্রামীণ জনগণের চাহিদার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই অঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহন করে সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছেন । বর্তমানেও বার্ড বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন মূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বার্ডের উদ্যোগেই প্রথম দাই (জন্ম পরিচারিকা ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু হয়। এই দাইরা-ই মূলত তখনকার যুগে সন্তান প্রসবকালীন সময়ে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। বার্ড ১৯৬২ সালে প্রথম এই দাই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করে যারা পরবর্তীতে তাদের নিজ নিজ গ্রামে এবং এর আশেপাশে গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব এবং প্রসবোত্তর সময়ে যত্নের সাথে নিরাপদ সন্তান জন্মদান নিশ্চিত করতে সহায়তা করেন। সেই সময়ের প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, প্রশিক্ষিত দাই-দের সহায়তায় সন্তান প্রসবের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল এবং প্রসবপূর্ব এবং প্রসবোত্তর যত্নের মানগুলিতে সাধারণ উন্নতি হয়েছিল।

প্রথম উদ্যোগটি ছিল ঐতিহ্যবাহী জন্ম পরিচারকদের (টিবিএ) জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। তাদের নিজ নিজ গ্রামে এবং এর আশেপাশে, প্রশিক্ষিত টিবিএ গর্ভবতী মায়েদের প্রসবপূর্ব এবং প্রসবোত্তর সময়ে যত্নের সাথে নিরাপদ সন্তান জন্মদান নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, ১৯৬২ সালে আরেকটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছিল, যার নাম ছিল "ভিলেজ ডক্টরস প্রোগ্রাম"। গ্রামের ডাক্তাররা গ্রামমবাসীদের কাছাকাছি থাকতেন এবং গ্রামবাসীদের কোন স্বাস্থ্য সমস্যা হলে প্রথমে তাদের সাথে যোগাযোগ করা হতো। উন্নত স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য প্রথমে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের ডাক্তার গণ কর্তৃক প্রযোজ্য দম্পতিকে গর্ভনিরোধক সরবরাহ করা হয়েছিল; যা তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করেছে। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য অপরকে প্ররোচিত করার পূর্বশর্ত হলো নিজ নিজ বাড়িতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পদ্ধতিগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালন করা। একাডেমি এই বিষয়গুলির উপর জোর দিয়ে ১৯৬৩-৬৪ সালে গ্রামের নেতাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল। ফলস্বরূপ, গ্রামের রান্নাঘরগুলি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আরও পরিপাটিভাবে দেখা গেছে এবং পরিবারের আবর্জনাগুলি আরও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে দূরীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গ্রামে পূর্বের চেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছিল, এবং এই ল্যাট্রিনগুলি ধীরে ধীরে তৎকালীন গ্রামবাসীদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৬৪ সালে, একাডেমি CARE -এর সহযোগিতায় অপুষ্টি মোকাবেলায় একটি কর্মসূচি চালু করে। এই কর্মসূচির অধীনে, গমের থালা তৈরির একটি প্রদর্শনীর সাথে একটি ছোট পরিসরে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। অধিকন্তু, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, গ্রামের ডাক্তার, টিবিএ এবং গ্রামের মহিলাদের পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহন, রান্নাঘর সংলগ্ন বাগান তৈরির প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের আয়োজনের মাধ্যমে প্রাথমিক চিকিৎসার ধারণা জনপ্রিয় করা হয় এবং মহিলা শিক্ষকদের একটি প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স সরবরাহ করা হয় যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসার কিট রাখতে শিক্ষকদের উৎসাহিত করা। তৃণমূলের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদানের জন্য কুমিল্লা কোতয়ালী থানার পুরাতন অভয় আশ্রম ক্যাম্পাসে টিটিডিসি কমপ্লেক্সে একটি মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয় ১৯৬৫ সালে। এই কেন্দ্র দ্বারা প্রসবপূর্ব এবং প্রসবোত্তর যত্ন, এবং শিশু ক্লিনিক পরিষেবা প্রদান করা হয়। এগুলি ছাড়াও, কেন্দ্রটি টিবিএদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে অভয় আশ্রমে একটি অন্তঃসত্ত্বা গর্ভনিরোধক ডিভাইস ক্লিনিকও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই বছরে রাজদেবী আইইউসিডি ক্লিনিক নামে আরেকটি ক্লিনিকও চালু হয়েছিল।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতে গূরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। শিশুদের টিকাদান, মার্তৃত্ব ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশুর পুষ্টি, বাড়ির পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ ছিল স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতের গূরুত্বের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র। এই পরীক্ষাগুলোর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল যে সেগুলো স্থানীয় নেতৃবৃন্দের, সদস্যদের সহায়তায় বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাস্থ্যের বিভিন্ন মাত্রায় অনেক কিছু অর্জন করেছে, তবে কিছু ক্ষেত্রে, পল্লী এলাকার দরিদ্র ও অসহায় পরিবারদের জন্য বিশেষ করে শিশু পুষ্টি, ঘরের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বারা শিশু প্রসব, ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারের জন্য প্রসব-পূর্ব এবং প্রসবোত্তরকালীন পরিচর্যা, নারীর মাসিক চলাকালীন স্বাস্থ্যবিধির প্রতিপালন ইস্যুতে এখনও গুরুত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অধিকন্তু, গ্রামীণ চিকিৎসক কর্তৃক আরও বিচক্ষণতার সঙ্গে গ্রামবাসীদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে তৃণমূল পর্যায়ে সফলভাবে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছে। এই ক্ষেত্রে, BARD দ্বারা স্বাস্থ্য পরিষেবা বিধানে অতীতের সমধর্মী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রয়োগ করা যেতে পারে। বর্তমানে চালুকৃত সরকারের কমিউনিটি ক্লিনিকের প্লাটফর্ম ব্যবহার করে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য একটি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়নের মাধ্যমে BARD গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

# 'গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণার কার্যক্রম ও অর্জিত অভিজ্ঞতা

**কাজী সোনিয়া রহমান,** যুগ্ম-পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব)
**ফরিদা ইয়াসমিন,** উপ-পরিচালক (গবেষণা)
**মোঃ শাহজালাল,** সহকারী পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব)

প্রবীণরা হলেন ইতিহাসের সূত্র। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভান্ডার। চলমান সমাজের সংযোগ সেতু। বাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রবীণ গ্রামগঞ্জে বসবাস করেন। নিজের সবটুকু উজাড় করে সন্তানকে মানুষ করেছে আর এখন সন্তানের এমন নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয় দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছে এবং মৃত্যুর প্রহর গুনছে। সন্তনরা মা-বাবার ভরণ-পোষণের সব দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য। কিন্তু গ্রামীণ প্রবীণরা অনেক সময় সন্তানদের কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাড়া পান না। সমাজের চোখেও তারা অবহেলার পাত্র। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ প্রতিবন্ধী মানুষ। শুধু সমাজ বা রাষ্ট্র থেকেই নয়, এমনকি পরিবার থেকেও প্রায়শই বঞ্চনা আর নেতিবাচক আচরণের শিকার হন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। এই পটভূমিকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) 'গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ' শিরোনামে একটি প্রায়োগিক গবেষণা কুমিল্লা জেলার সদর উপজেলার উজিরপুর, ধনুয়াইশ ও দীঘলগাঁ এবং ব্রাহ্মনপাড়া উপজেলার চান্দলা গ্রামে পরিচালনা করছে।

গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তিতে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সামাজিক ও মন মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। এছাড়া টেকসই শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ন-সক্রিয়তা অর্জন পূর্বক দারিদ্র্য হ্রাস করা, প্রত্যাশিত মূল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা, কল্যাণমূলক নীতিমালা এবং স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের সার্বিক জীবনধারার মানোন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করাই হলো প্রকল্পটির অন্যতম উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্যে প্রায়োগিক গবেষণাটি গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তিতে সংগঠন তৈরী, আত্ন-সক্রিয়তা, দলীয় সক্ষমতা ও নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধনে সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, প্রণোদনা ও ঋণ সহায়তা এবং আত্মনির্ভশীলতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য সকল সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা থেকে পরিষেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং সহায়ক প্রযুক্তি ও উপকরণ সামগ্রী ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য তথ্যায়ন এবং সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান ও কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপনের উপরও জোর দেওয়া হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" ২৮ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, "কেবল ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।" উল্লিখিত ২টি অনুচ্ছেদ ছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহান সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭) আরো কিছু অধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে- যেখানে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সমান অধিকার ও মর্যাদা ভোগ করার নিশ্চয়তা লাভ করবে মর্মে বর্ণিত আছে। চলমান প্রায়োগিক গবেষণাটি বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের ন্যায্য অধিকার ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।

চলমান প্রায়োগিক গবেষণাটির সুফলভোগী হচ্ছে গ্রামের হতদরিদ্র বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী। এই উভয় শ্রেণির জনগোষ্ঠীই সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'নিঃসঙ্গ' জীবন যাপন করে। অথচ বয়স্ক বাবা-মা একসময় সন্তানদের মানুষ করতে গিয়ে নিজেদের সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হননি। আর ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষগুলো নিজেদের শারীরিক অক্ষমতার পেছনে নিজেদের কোনো দায় নেই। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী উভয় গোষ্ঠীই সমাজের মানুষের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা প্রাপ্তির দাবি রাখে। আলোচ্য প্রকল্পের কতিপয় উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করা। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে যে যে ধরনের কাজ করতে সক্ষম হবে তাকে সেই কাজের সুযোগ করে দেয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন সমাজের এই অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য লাঘব হবে, অপরদিকে তারা নিজেরাও সাবলম্বী হয়ে উঠবে। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রকল্পের উদ্যোগে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কেয়ারগিভার তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। চলতি অর্থবছরেও এই ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয় প্রাধান্য পাবে। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কর্মসূচির আয়োজন করা প্রকল্পের একটি নিয়মত কার্যক্রম, যেখানে আমন্ত্রিত ডাক্তার প্রকল্পের সুফলভোগীদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। এছাড়া গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী নারীদের অনুপ্রেরণা প্রদান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আলোচ্য প্রায়োগিক গবেষণাটি জেন্ডার উন্নয়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

বার্ডের রাজস্ব অর্থায়নে "গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণাটি জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫ মেয়াদে পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে এক অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের উপকারভোগীদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম যথারীতি অবশিষ্ট দুই অর্থবছরে পরিচালিত হবে। কিন্তু এরপর প্রকল্পের সুফল বজায় রাখতে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামের তরুণ জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারসহ স্থানীয় নেতৃত্ব এ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হবে। এতে প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদান্তেও উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর জন্য সুফল প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। সুফলভোগীদের পরিবারের যে কোনো একজন সুস্থ্য সদস্যকে কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করে তোলা হবে যাতে তিনিই পরবর্তিতে পরিবারে এবং এলাকাবাসীর সেবা প্রদান করতে পারেন। Health Card প্রদান করা হবে যা প্রদর্শন করলে কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে সেবা গ্রহণে ছাড় পাওয়া যাবে। এ সেবা প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদান্তেও অব্যাহত থাকবে। ইতিমধ্যে দুটি সংগঠনে Health Card বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সেবা গ্রহনের জন্য আলাদা কর্ণার তৈরীর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করে। প্রায়োগিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত গ্রামের বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী সহজে সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

# রাশিয়া- ইউক্রেন সংকট ও ট্রাইকো-কম্পোস্টের সম্ভাবনা

**রহমত উল্ল্যাহ,** সহকারী পরিচালক ( কৃষি ও পরিবেশ)

রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে গম ও ভোজ্যতেলের পাশাপাশি সারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্য বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যাহত হচ্ছে, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর ওপর এর প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ছে। বাংলাদেশ এই পণ্যগুলির আমদানির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল এবং বর্তমানে চলমান বাণিজ্য সংকোচনের কারণে দেশটি ক্রমবর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি, বিশেষ করে ধান উৎপাদনে, সার ব্যবহারের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। রাসায়নিক সারের গড় ব্যবহারের হার ২৮৬ কেজি/হেক্টরেরও বেশি এবং বাংলাদেশ বছরে ১.২ মিলিয়ন টনেরও বেশি সার আমদানি করে, যার মধ্যে নাইট্রোজেনের চাহিদার ৩১%, ফসফেটের চাহিদার ৫৭% এবং পটাশ চাহিদার ৯৫%। রাশিয়া এবং বেলারুশ প্রধান বৈশ্বিক সার রপ্তানিকারক দেশ, এবং এই যুদ্ধ এবং রাশিয়াকে লক্ষ্য করে রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এই বাজারগুলিকেও ব্যাহত করেছে। বাংলাদেশ তার পটাশ চাহিদার প্রায় ৭৫% রাশিয়া এবং বেলারুশ থেকে আমদানি করে, যেখানে রাশিয়া থেকে (৩৪%) এবং বেলারুশ (৪১%) সার আমদানি করা হয়। বাংলাদেশকে সম্ভবত অন্যান্য দেশ থেকে এই পণ্যগুলি আমদানি করতে হবে এবং এতে করে বেশি দাম দিতে হবে।

বাংলাদেশের কৃষিতে ট্রাইকো-কম্পোস্টের উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সার আমদানির পরিমান কমানো যেতে পারে। উদ্ভিদ ও প্রাণিজ বিভিন্ন প্রকার জৈববস্তুকে ট্রাইকো-ডার্মা সাসপেনশনের সাহায্যে কম সময়ে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী উন্নত মানের জৈব সারে রূপান্তর করাকে ট্রাইকো-কম্পোস্ট বলে। ট্রাইকো-কম্পোস্ট মাটিতে ক্ষতিকারক ছত্রাকের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক অ্যান্টিফাঙ্গাল এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। এছাড়া জৈব পদার্থ হলো মাটির প্রাণ বা হৃদপিন্ড। মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য জৈব সারের প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রচলিত জৈব সারের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ সার ট্রাইকো কম্পোস্ট। উদ্ভিদের বিশেষ ১৬টি খাদ্য উপাদানের মধ্যে ট্রাইকো কম্পোস্ট এ ১২-১৩টি উপাদান বিদ্যমান বিধায় এ ধরনের জৈব সার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা প্রয়োজন।

জাতীয় পর্যায়ে কৃষিকে জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৃষিকে গ্রামীণ উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কৃষি ভিত্তিক অনেকগুলো প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। উদাহরণ স্বরূপ 'বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন, গবেষণা এবং ব্যবসায়িক মডেল বিকাশ' বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণাটি সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিতে রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে রাসায়নিক সারের মুল্য বৃদ্ধির বিকল্পে গ্রামীণ পর্যায়ে ট্রাইকো-কম্পোস্টের ব্যবহার ও বিকাশে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে। প্রায়োগিক গবেষণাটির লক্ষ্য হচ্ছে, বার্ড ক্যাম্পাসে ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন, গবেষণা এবং বিভিন্ন সুফলভোগীদের নিয়ে ব্যবসায়িক মডেল বিকাশ; ফলাফল প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রচলিত এবং সুরক্ষিত কম্পোস্ট উভয়কে অন্যান্য কম্পোস্টের সাথে তুলনা করে ট্রাইকো-কম্পোস্টের মান মূল্যায়ন করা; দুই বা দুইয়ের অধিক গ্রামে প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করার মাধ্যমে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও বিকাশ।

এই প্রায়োগিক গবেষণা থেকে আমরা দেখতে পাই, গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের আলোকে ট্রাইকো কম্পোস্ট প্রকল্পের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে এটি একটি লাভজনক প্রকল্প হতে পারে। যেমন গত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে মোট গোবর ক্রয় ২৪,০০০ টাকা, সাসপেনশন ক্রয় ৮০০ টাকা। বিপরীতে, প্রায় ৫৯,০০০ হাজার টাকার সার বিক্রি করা হয়। ১০ মণ গোবর থেকে ৬ মণ সার পাওয়া যায়। আমরা জানি ৪০ কেজি = ১ মণ, ১ কেজি গোবর ক্রয়ে খরচ হয় প্রায় ৫ টাকা, সুতরাং ১ মণ গোবরের মূল্য ৪০x৫ = ২০০ টাকা। বিপরীতে, ১ কেজি ট্রাইকো-কম্পোস্ট বিক্রি করা যায় ২০ টাকায়, ফলে ১ মণ ট্রাইকো-কম্পোস্টের মুল্য ৪০ x ২০ = ৮০০ টাকা।

এ ছাড়াও, এই প্রায়োগিক গবেষণা থেকে দেখা যায়, ট্রাইকো-কম্পোস্ট সব প্রকার ফসলে যে কোন সময়ে ব্যবহার করা যায়। সবজি এবং কৃষি জমিতে ২-৩ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে ও ফল গাছে গাছ প্রতি ৩-৭ কেজি হারে ব্যবহার করা হয়। ফুল বাগানের ক্ষেত্রে ব্যবহারের পরিমাণ ৪০০ থেকে ৬০০ কেজি এক হেক্টর জমিতে। মাঠ পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার ব্যবহারে মাঠে ফসলের ফলন ২০-২৫ ভাগ বৃদ্ধিসহ গুণগতমান ও স্বাদ বাড়ে। এমনকি ফল না ধরা অনেক পুরনো ফল গাছে নতুন করে ফল ধরাসহ ফলদ বৃক্ষে দুইগুণ অবধি ফসল বেড়েছে। জমির স্বাস্থ্য ও উর্বতা বজায় রাখার জন্য জৈব সার ব্যবহার প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে এবং মানুষ অনেক বেশি সচেতন এ ব্যাপারে। ট্রাইকো-কম্পোস্ট উৎপাদন ও তার যথাযথ ব্যবহার গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ও জমির স্বাস্থ্য রক্ষায় এক মূল্যবান ভূমিকা পালন করবে।

কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ট্রাইকো-কম্পোস্ট অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের বরফ ক্রমাগত গলে গিয়ে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমুদ্রের পানি কৃষিজমিতে প্রবেশের ফলে কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। এমতাবস্থায়, ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার অতীব জরুরি বলে বিবেচিত হচ্ছে। কারণ মাটির জৈব পদার্থ এবং অণুজীবের সাথে লবণাক্ততার সম্পর্ক ঋণাত্মক। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বা অণুজীবের সংখ্যা বেশি থাকলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বাড়ে এবং কৈশিক প্রক্রিয়ায় লবণ মাটির উপরিস্তরে আসতে পারে না। তখন বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ হয়। সহজে চারা গজানোর ফলে যে সকল জমি শুকনো মৌসুমে পতিত থাকতো তার অনেকাংশে আরেকটি ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়। এজন্য মাটির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ করে এই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে টেকসই করতে ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি অতীব প্রয়োজন। যেমন, দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির বর্তমান বড় চ্যালেঞ্জ হলো সাম্প্রতিককালে মাটির ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি। তাই ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহার করে কম খরচে পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক রেখে এবং মাটির উৎপাদনশীলতা সংরক্ষণ করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার এ অঞ্চলের মানুষের জন্য এটি একটি আধুনিক টেকসই কৃষি প্রযুক্তি। সার আমদানির নির্ভরতা হ্রাস করতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিতে ট্রাইকো-কম্পোস্টের উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

# গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিনামূল্যে সাস্থ্য সেবা কর্মসূচি ও ক্যাম্পেইন কর্মশালা

গত ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালনাধীন "গ্রামীণ বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণার পরিসর বিস্তৃতকরণের অংশ হিসেবে কুমিল্লা সদরের দীঘলগাঁও গ্রামের সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অফিসে গ্রাম সভা ও ক্যাম্পেইন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রায়োগিক গবেষক কাজী সোনিয়া রহমান, যুগ্ম-পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি), সহযোগী প্রায়োগিক গবেষক জনাব ফরিদা ইয়াসমিন, উপ-পরিচালক (গবেষণা) এবং সহকারী প্রায়োগিক গবেষক জনাব মো. শাহ্জালাল, সহকারী পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি)। এছাড়াও প্রকল্প বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জয়নাল আবেদিন, সহকারী পরিচালক (প্রকল্প)। আরও উপস্থিত ছিলেন দীঘলগাঁও সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির ম্যানেজার জনাব মোঃ আলী আক্কাস। উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩০ জন সুফলভোগী; তন্মধ্যে নতুন সদস্যদের সংগঠনভুক্ত করা হয়। যথারীতি স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন ডা. মোঃ কবীর হোসেন, লেকচারার, ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা। তিনি উপস্থিত সুফলভোগীদের রক্তচাপ ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নির্ণয় করেন। তাঁকে সহায়তা করেন জনাব মোঃ শাহজালাল। ডা. কবীর যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন এবং সুস্থ জীবন যাপনে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি সুফলভোগীদের সুলভ মূল্যে পথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে মার্কেট লিঙ্কেজ স্থাপনের আশ্বাস প্রদান করেন। জনাব জয়নাল আবেদিন তাঁর বক্তব্যে প্রায়োগিক গবেষণাটির সার্বিক অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। জনাব মোঃ আলী আক্কাস এই প্রায়োগিক গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বার্ড এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি উপস্থিত সুফলভোগীদের উত্তরোত্তর অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। কাজী সোনিয়া রহমান সুফলভোগীদের ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলার আহবান জানান এবং প্রায়োগিক গবেষণাটিকে সাফল্যমন্ডিত করতে সকলের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে উপকারভোগীদের জীবনমান উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহবান জানান। পরিশেষে সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষিত হয়। স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন ডা. মোঃ কবীর হোসেন, লেকচারার, ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা

## উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের

৩য় পৃষ্ঠার পর

মাঝারী উদ্যোগের এক তৃতীয়াংশ নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বেশীর ভাগ নারী উদ্যোক্তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগের সাথে জড়িত। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বেশীর ভাগ নারীরা নিম্ন মূল্যের কর্মসংস্থান ভিত্তিক উদ্যোক্তার সাথে জড়িত যাতে অপেক্ষাকৃত কম বাধা থাকলেও এর সেবা প্রতিযোগিতামূলক। অনেক ক্ষেত্রে কম লাভ এবং ব্যর্থতার আশঙ্কায় নারী উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি বা প্রসার করতে চায় না। অথচ উদ্যোক্তা কার্যক্রম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে স্বীকৃত। তাই নারীদেরকে পেশাগত কর্মজীবনের বিকল্প হিসেবে উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সৃজনশীলভাবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ডিজিটাল প্ল্যাটফরম বর্তমানে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য উদ্যোক্তা হিসেবে আত্ম-প্রকাশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীরা তাদের এ দক্ষতাকে ব্যবহার করে যে কোনো কাজ করে নিজে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে পারে। আইসিটি জ্ঞান ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের নতুন কিছু করার বা নতুন ব্যবসা শুরু করার অসাধারণ সম্ভাবনার সূত্র হতে পারে। পথের দূরত্বকে অতিক্রম করে প্রযুক্তির কল্যাণে যে কোনো নারী আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম। ব্যবসায় নারীরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন এবং তাদের পণ্য অতি সহজে বিপণন করতে সক্ষম হবে।

*সিরডাপ ও বার্ড কর্তৃক আয়োজিত সেকেন্ড ফ্ল্যাগশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গভর্নেন্স, ট্রেড অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স এর ১৪টি দেশের ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী Potluck Night এর আয়োজন করে যেখানে প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র নিজ দেশের প্রথাগত খাবার প্রদর্শন করে।*

*সিরডাপ ও বার্ড কর্তৃক আয়োজিত সেকেন্ড ফ্ল্যাগশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গভর্নেন্স, ট্রেড অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কোর্স এর শেষের দিকে Ethnic Night শিরোনামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান শেষে অনুভূতি ব্যক্ত করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন অর রশিদ মোল্লা (অতিরিক্ত সচিব)।*

# সিরডাপ ও বার্ড কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'সেকেন্ড ফ্ল্যাগশিপ ট্রেনিং-প্রোগ্রাম অন রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গভর্নেন্স, ট্রেড অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

*রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মো. তাজুল ইসলাম এমপি এবং অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।*

গত ৪ নভেম্বর ২০২৩ সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক (সিরডাপ) ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লার যৌথ উদ্যোগে রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে 'সেকেন্ড ফ্ল্যাগশিপ ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন রিজিওনাল ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট, গভর্নেন্স, ট্রেড অ্যান্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো. তাজুল ইসলাম এমপি। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার উৎপাদন, কৃষি যন্ত্রপাতির সহজলভ্যকরণ থেকে শুরু করে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছেন। এর ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।' জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আহ্বান জানান স্থানীয় সরকারমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'উন্নয়নশীল দেশগুলো যেখানে পারক্যাপিটা কার্বন নির্গমন করে দশমিক চার ছয় শতাংশ, সেখানে উন্নত বিশ্বে পার ক্যাপিটা কার্বন নির্গমন করে ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের দায় উন্নত বিশ্বের বেশি।' তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী ও সমৃদ্ধি বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামীন অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সিরডাপ ও কুমিল্লা বার্ডের যৌথ প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী ১৪টি দেশের ২৪ জন প্রশিক্ষণার্থী গ্রামীণ অর্থনীতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। প্রশিক্ষণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সিরডাপের মহাপরিচালক ড. চারডসাক ভিরাপাট, বার্ডের মহাপরিচালক ও গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. হারুন অর রশীদ মোল্লা, এশিয়া কোআপেরেশন ডায়ালগ-এর সেক্রেটারি জেনারেল ড. পর্ণচাই ডানভিভাথানা।

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

সম্পাদক
ড. শেখ মাসুদুর রহমান
পরিচালক, বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
সাইফুন নাহার
উপ পরিচালক, বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাস্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : +৮৮-০২৩৩৪৪০০৬০১-৬
ফ্যাক্স : +৮৮-০২৩৩৪৪০০৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

বুলেটিনটি দেখার জন্য QR কোডটি স্ক্যান করুন

BOOK POST